খাদি ও অন্যান্য হস্ততাঁতশিল্প উন্নয়ন (বস্ত্রের উপর অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক) আইন, ১৯৫৩

১৯৫৩-র ১২ নং আইন

[১লা জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

খাদি ও অন্যান্য হস্ততাঁতশিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এবং খাদি ও অন্যান্য হস্ততাঁতবস্ত্রের বিক্রয়ের প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করিবার জন্য বস্ত্রের উপর অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক উদ্গ্রহণের ও সংগ্রহণের ব্যবস্থাকরণার্থ আইন।

[১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৩]

সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রসার।

১। (১) এই আইন খাদি ও অন্যান্য হস্ততাঁতশিল্প উন্নয়ন (বস্ত্রের উপর অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক) আইন, ১৯৫৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,—

(ক) 'নির্দিষ্ট দিন' বলিতে,

(১) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য সম্পর্কে, যে তারিখে জম্মু ও কাশ্মীর (বিধিসমূহের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৫৬ ঐ রাজ্যে বলবৎ হয়, সেই তারিখ বুঝাইবে ; এবং

(২) ভারতের অবশিষ্টাংশ সম্পর্কে, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩ বুঝাইবে ;

১৯৪৪-এর ১।

[১][(খ) 'বস্ত্র' বলিতে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক সারণী আইন, ১৯৮৫-র তফসিলের ৫০.০৩, ৫১.০৬, ৫১.০৭, ৫৯.০৮, ৫২.০৫ ৫২.০৬, ৫২.০৭, ৫২.০৮, ৫২.০৯, ৫২.১০, ৫২.১১, ৫২.১২, ৫৪.০৮, ৫৪.০৯, ৫৪.১০, ৫৪.১১, ৫৪.১২, ৫৫.০৭, ৫৫.০৮, ৫৫.০৯, ৫৫.১০, ৫৫.১১, ৫৫.১২, ৫৮.০২, ৫৮.০৪ ও ৬০.০১ সংখ্যক শিরোনামসমূহের অধীনে আগত তন্তুজ কাপড় বুঝাইবে ;]

(গ) 'হস্ততাঁতবস্ত্র' বলিতে, কায়িক শ্রম দ্বারা চালিত তাঁতে রেশম, কৃত্রিম রেশম, কৌষেয় তন্তু ও পশমসহ যেকোন উপাদানে বোনা কোন বস্ত্র বুঝাইবে ;

(ঘ) 'হস্ততাঁতশিল্পসমূহ' বলিতে, যে শিল্পসমূহ খাদি বা অন্য হস্ততাঁতবস্ত্র প্রস্তুত করে সেই শিল্পসমূহ বুঝাইবে ;

(ঙ) 'খাদি' বলিতে, ভারতে হাতে কাটা সূতায় বোনা যেকোন হস্ততাঁতবস্ত্র বুঝাইবে।

---

১ ১৯৮৬-র ২৩ নং আইন, ৫৪(i) ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

বস্ত্রের উপর অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক উদ্‌গ্রহণ।

৩। (১) নির্দিষ্ট দিনে বা তৎপরে ভারতে প্রস্তুত সকল বস্ত্রের উপর ও যে কারখানায় বস্ত্র প্রস্তুত হয়, সেখানে ও তৎসংলগ্ন ঘরবাড়িতে নির্দিষ্ট দিনে যে সকল বস্ত্র মজুত থাকে সেই সকল বস্ত্রের উপর প্রতি বর্গ মিটারে [২][২·৫] পয়সা হারে অন্তঃশুল্ক উদ্‌গৃহীত ও সংগৃহীত হইবে ঃ

তবে, ঐরূপ কোন শুল্ক এরূপ কোন বস্ত্রের উপর উদ্‌গৃহীত হইবে না—

(i) যাহা, ভারতের বাহিরে রপ্তানি করা হয়, অথবা

(ii) যাহা, ভারতের বাহিরে রপ্তানি করা হয় এরূপ কোন পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণে, ব্যবহৃত হয়।

(২) (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট অন্তঃশুল্ক কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ও লবণ আইন, ১৯৪৪ অনুযায়ী বস্ত্রের উপর প্রভার্য অন্তঃশুল্কের অতিরিক্ত হইবে, এবং উহা, ঐ আইন অনুযায়ী বস্ত্রের উপর অন্তঃশুল্ক যে প্রণালীতে উদ্‌গৃহীত ও সংগৃহীত হয়, সেই একই প্রণালীতে উদ্‌গৃহীত ও সংগৃহীত হইবে। ১৯৪৪-এর ১।

আগমের প্রয়োগ।

৪। কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন অনুযায়ী উদ্‌গৃহীত অন্তঃশুল্কের নীট আগম খাদি ও অন্যান্য হস্ততাঁতশিল্পের উন্নয়ন করিবার জন্য যেরূপ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা আবশ্যক বা সঙ্গত বিবেচনা করেন সেরূপ ব্যবস্থাসমূহের ব্যয় এবং বিশেষতঃ—

(ক) খাদি ও অন্যান্য হস্ততাঁতশিল্পে ব্যাপৃত হইবার, উহাতে সহায়তা করিবার বা উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য ;

(খ) খাদি ও অন্যান্য হস্ততাঁতবস্ত্র প্রস্তুত করিবার উন্নততর পদ্ধতি-সমূহ অবলম্বনে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য ;

(গ) খাদি ও অন্যান্য হস্ততাঁতবস্ত্র উৎপাদনের কলাকৌশলের ও তৎসংক্রান্ত নকশাশিল্পকলার গবেষণায় উৎসাহ প্রদান করিবার ও উহার উন্নয়ন করিবার জন্য ;

(ঘ) খাদি ও অন্যান্য হস্ততাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য সংস্থাসমূহ পোষণ করিবার বা উহাদের পোষণে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য ;

(ঙ) খাদি ও অন্যান্য হস্ততাঁতবস্ত্রের বিক্রয় ও বিপণন প্রবর্ধিত করিবার জন্য ;

(চ) খাদি ও অন্যান্য হস্ততাঁতবস্ত্রের পর্যায় ও মানসমূহ স্থির করিবার ও গুণ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করিবার জন্য ;

(ছ) খাদি ও অন্য হস্ততাঁতবস্ত্র প্রস্তুতকারকগণের মধ্যে সমবায়মূলক প্রচেষ্টা প্রবর্ধিত করিবার ও উহাতে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য ;

ব্যবস্থাসমূহের ব্যয় নির্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

৫। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

---

২ ১৯৮৬-র ২৩ নং আইন, ৫৪(ii) ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) বিশেষতঃ, এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলী দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, যথা :—

(ক) এই আইন অনুযায়ী উদ্‌গৃহীত অন্তঃশুল্কের আগম যে প্রণালীতে ৪ ধারায় বিনির্দিষ্ট সকল বা যেকোন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে ;

(খ) রাজ্য সরকারসমূহকে ঐরূপ আগম হইতে উক্ত সকল বা যেকোন উদ্দেশ্যে অনুদান বা ঋণ প্রদান করা ;

(গ) খাদি ও অন্যান্য হস্ততাঁতশিল্পের মধ্যে অন্তঃশুল্কের নীট আগমের বিভাজন ;

(ঘ) যে প্রণালীতে অন্তঃশুল্কের আগম-সংক্রান্ত হিসাবসমূহ রাখিতে হইবে ;

(ঙ) এই আইন অনুযায়ী উদ্‌গৃহীত অন্তঃশুল্কের সমগ্র বা যেকোন অংশ হইতে এরূপ কোন প্রকার বস্ত্রের অব্যাহতি, যাহা কেন্দ্রীয় [১][অন্তঃশুল্কের সমগ্র বা যেকোন অংশ] ও লবণ আইন, ১৯৪৪ অনুযায়ী আরোপিত অন্তঃশুল্ক হইতে তৎকালে অব্যাহতি পাইয়া থাকে ঃ ১৯৪৪-এর ১।

[২][তবে, (ঙ) প্রকরণ অনুযায়ী কোন নিয়ম এইভাবে প্রণয়ন করা যাইতে পারিবে যাহাতে উহার এরূপ কোন তারিখ হইতে ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা থাকিবে, যাহা ঐ নিয়মের প্রকাশনের তারিখ হইতে দুই বৎসরের অধিক পূর্ববর্তী হইবে না।]

---

১ ১৯৭২-এর ৬০ নং আইন, ৩ ধারা দ্বারা ১-৩-১৯৬০ হইতে সন্নিবেশিত।

২ ১৯৭২-এর ৬০ নং আইন, ৩ ধারা দ্বারা ভূতাপেক্ষরূপে সন্নিবেশিত।